দর্শনায় প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি সম্মাননা ও পুরস্কার বিতরণ

দর্শনায় প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি সম্মাননা ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্টান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার বিকাল ৪ টার দিকে দর্শনা পৌরসভার হলরুমে এ সভা অনুষ্টিত হয়। এ অনুষ্টানে দর্শনা কলেজের সাবেক উপধাক্ষ ও প্রবীণ কমিটির সভাপতি মোশাররফ হোসেনের সভাপতিত্বে ।

এ বার্ষিক পুরস্কার বিতরনে প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌরসভার মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু,বিশেষ অতিথী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা দর্শনা প্রবীণ কমিটির প্রধান উপদেষ্টা ও ড্রাগ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, দর্শনা কেরু অ্যান্ড কোম্পানির সাবেক ডিজিএম খালেকুজ্জামান, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পরিষদের সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ফজলুল হক,চুয়াডাঙ্গা চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিউনিস্ট পার্টি সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ মজনুর রহমান,ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সিনিয়র সমন্বয়কারী কামরুজ্জামান যুদ্ধ।

এ সময় অতিথীরা শ্রেষ্ঠ সন্তান, শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠ নারী নির্বাচনে প্রথমে প্রবীণ কমিটির প্রতিটি ওয়ার্ড পর্যায়ে নেতৃবৃন্দ ৩ জন করে ৫৪ জনকে মনোনীত করে। পরে মনোনীত ব্যক্তিদের বাড়ির আশেপাশে সরজমিন খোঁজখবর নিয়ে তদন্ত করেন তারা।পরে প্রবীণ কমিটির ২০ জন সদস্যের মতামতে ভিত্তিতে ৫ জন শ্রেষ্ঠ সন্তান, ৫ জন শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও ১জন শ্রেষ্ঠ নারী নির্বাচিত করা হয়।

নির্বাচিত হলেন শ্রেষ্ঠ সন্তান দৈনিক যুগান্তর দামুড়হুদা প্রতিনিধি ও মাই টিভি চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি ইকরামুল হক পিপুল,সাংস্কৃতি কর্মী শাহজাহান সাজু, কামাল হোসেন, আফরোজা খাতুন মোস্তাফিজুর রহমান। শ্রেষ্ঠ প্রবীণ সাবেক কেরুজ কর্মকর্তা আমির হোসেন,বীর মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ মজনুর রহমান, মোছাঃ নুরজাহান, হাবিবুল্লা বিশ্বাস, মোহাম্মদ সরোয়ার হোসেন, আব্দুল হান্নান। শ্রেষ্ঠ নারী হিসেবে নির্বাচিত করা হয় সাবেক দর্শনা

পৌর মেয়র মরহুম মতিয়ার রহমানের স্ত্রী রোজি রহমান।

অনুষ্টানটি পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন পিকেএসএফের সহযোগিতায় পৌর প্রবীণ কমিটি ও ওয়েভ ফাউন্ডেশন আয়োজনে অনুষ্টিত হয়। অনুষ্টানটি পরিচালনা করেন দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক হানিফ মন্ডল।

জীবননগরে ইমাম খতিব ও আলেমদের সাথে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ আলোচনা

জীবননগর সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ ও সামাজিক সমস্যা নিরসনে ইমাম খতিব ও আলেমদের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় জীবননগর ইসলামী ফাউন্ডেশনের আয়োজনে উপজেলা অডিটোরিয়ামে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা নিবাহী অফিসার মোঃ রোকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মোঃ হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকি, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ দ্বীন ইসলাম, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ আইয়ুব হোসেন খান প্রমুখ।

জীবননগরে সড়ক দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু

জীবননগরে সড়ক দূর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার বেলা ১২ টার সময় জীবননগর উপজেলার সন্তোসপুর বাসস্ট্যান্ডের নিকট এ দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রিয়াজ হোসেন (২১)দর্শনা থানার দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের নওশের আলীর ছেলে ও উথলী ডিগ্রি কলেজের ২য় বর্ষের মানবিক বিভাগের ছাত্র।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বুধবার বেলা ১২ টার দিকে মোটরসাইকেলযোগে দর্শনা থেকে খালার বাড়ি জীবননগর উপজেলার কাশিপুর গ্রামে যাচ্ছিলেন রিয়াজ। সে আন্দুলবাড়ীয়া সড়কের সন্তোসপুর বাসস্ট্যান্ডের অদূরে পৌছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সাথে তার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে সে ছিটকে রাস্তার ওপর পড়ে গুরুতর আহত হয়।

স্থানীয়রা মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর রেফার্ড করেন। যশোর নেওয়ার পথিমধ্যে তার মৃত্যু হয়।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচাজ(ওসি) মোঃ নাসির উদ্দিন মৃধা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন,সড়ক দুঘটনায় নিহতর বিষয় ট্রাকটি আটক করা হয়েছে এবং মামলা প্রক্রিয়াধীন ।

আলমডাঙ্গার বলিয়ারপুর ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ

দু’জন গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা ঘোলদাড়ি ফাঁড়িপুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৫৯ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ দুই জন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে।

আজ বুধবার বেলা ১২ টার দিকে নাগদাহ ইউনিয়নের বলিয়ারপুর বাজার প্রাঙ্গণ থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটকৃতরা হলেন, উপজেলা নাগদাহ ইউনিয়নের ফিল্ডপাড়া আব্দুল ওয়াদুদ বিশ্বাসের ছেলে সজিব বিশ্বাস (২৪), বলিয়ারপুর ঘোষপাড়ার মুজিবর রহমান ছেলে ঝন্টু সরদার (৩৭)।

ঘোলদাড়ি ফাঁড়িপুলিশ সূত্রে জানাযায়, উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়নের বলিয়ারপুর গ্রামের দুই যুবক সজিব ও ঝন্টু বিশ্বাস। দীর্ঘদিন মাদকদ্রব্য ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সেবনের পাশাপাশি বিক্রি করে আসছে। এতে স্থানীয় যুবকেরা মাদক সেবনের উপর গ্রাস করছে। বিভিন্ন সময় পুলিশ অভিযান চালালেও তারা ধরাছোয়ার বাইরে থাকে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঘোলদাড়ি ফাঁড়িপুলিশ আজ বুধবার দুপুরে বলিয়ারপুর বাজারে মাদকদ্রব্য অভিযান পরিচালনা করে। এসময় সজিব ও ঝন্টু বিশ্বাসকে আটক করে পুলিশ। দুজনের শরীর তল্লাশী করে ৫৯ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ জানান, গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় বর্ষায় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ছাতা প্রদান ও মতবিনিময় সভা

চুয়াডাঙ্গা এলাকায় বহমান তাপপ্রবাহ ও আসন্ন বর্ষায় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ছাতা প্রদান উপলক্ষে এক মতবিনিময় সভা

অনুষ্ঠিত হয়েছে।

তারাদেবী ফাউন্ডেশনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন তারাদেবী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান, কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপকমিটির সদস্য, ডায়মন্ড ওয়াল্ডের স্বত্বাধিকারী দিলিপ কুমার আগরওয়ালা। বিকেলে আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা কলেজ মাঠে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জনাকীর্ণ এ মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি বলেন, আপনাদের খাসকররা ইউনিয়ন একটি ঐতিহ্যবাহী ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নে বাংলাদেশ কৃষকলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম ব্যারিষ্টার বাদল রশীদের জন্ম। এই অঞ্চলের মানুষ তার হাতধরে আওয়ামীলীগের রাজনীতি করেছেন। আমি তাকে স্মরণ করে এই মতবিনিময় সভা আপনাদের খাসকররায় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যার নানা সাফল্যগাঁথা তুলে ধরে তিনি বলেন, বাংলাদেশের এ বিস্ময়কর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে আওয়ামীলীগের পতাকাতলে সকলকে সমবেত হতে হবে। এ সময় তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে ব্যারিস্টার বাদল রশীদের অনন্যসাধারণ ভূমিকার কথা বার বার কৃতজ্ঞতা চিত্তে স্মরণ করেন। তিনি উপস্থিতিদের উদ্দ্যেশে বলেন, সামনে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে যিনিই নৌকা প্রতিক পাবেন আপনারা সবাই তারপক্ষে একযোগে কাজ করবেন। নৌকায় ভোট দিবেন। তিনি আরও বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনার সাথে কথা হলে তিনি আমাকে এলাকায় আপনাদেরকে সাথে নিয়ে কাজ করার অনুমতি দিয়েছেন।

ইতোপূর্বে দিলিপ কুমার আগরওয়ালা আলমডাঙ্গায় পৌঁছলে তাকে কেন্দ্র করে বিরাট মোটরসাইকেল বহরেরের কারণে শহরে রীতিমত যানজটের সৃষ্টি হয়।

মতবিনিময় সভায় আনোয়ার হোসেন মাস্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারন সম্পাদক জানিফ, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগের সভাপতি শরিফুল ইসলাম রিফাত, ইউনিয় আওয়ামীলীগের সদস্য রুহুল আমীন, মোয়াজ্জেম হোসেন, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগের সাধারন সম্পাদক তরিকুল ইসলাম টুকুল, আলমডাঙ্গা পৌর স্বেচ্ছাসেবকলীগের সভাপতি মিলন হোসেন, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হোসাইন,

চুয়াডাঙ্গা পৌর ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক গাজী মাহমুদুল হক সজল, তারাদেবী ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আলমগীর কবীর শিপলু।

চুয়াডাঙ্গা দর্শনা ও জীবনগর ঝুঁকিপূর্ণভাবে চলছে সড়ক সম্প্রসারণ

চুয়াডাঙ্গায় ঝুঁকিপূর্ণভাবে সড়ক সম্প্রসারণের কাজ চলায় যে কোন মূহুর্তে ঘটতেপারে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। সেই সঙ্গে চলছে দায়সারা গোছের সড়ক সংস্কার।

চুয়াডাঙ্গা হতে জীবননগর সড়কের ডুগডুগি বাজার থেকে লোকনাথপুর পর্যন্ত ধীর গতিতে এ কাজ চলছে। নওগাঁ জেলার একজন ঠিকাদারের কাজ এ জেলার একজন অনভিজ্ঞ ঠিকাদার দায়সারাভাবে করায় কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সড়ক ও জনপথ বিভাগ সূত্রে জানা যায়, চলতি অর্থ বছরে চুয়াডাঙ্গা হতে দর্শনা, জীবননগর সড়কের ডুগডুগি বাজার থেকে লোকনাথপুর পর্যন্ত কার্পেটিং সিলিকেট কাজ পায় নওগাঁ জেলার ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স আমিনুল হক (প্রাঃ) লি.। ৮৯ লাখ টাকা ব্যয়ে ৭৫০ মিটার একাজ স্হানীয়ভাবে বাস্তবায়ন করছে ওই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে একজন অনভিজ্ঞ ঠিকাদার।

সরেজমিনে দেখা যায়, কোন রকম প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না রেখেই সারাদিন রাত শত শত যানবাহন চলাচলকারী এ সড়কের দু’ধারে গর্ত খুঁড়ে রাখা হয়েছে। প্রতিরোধক হিসেবে গর্তের ধারে চারটি করে ইট ব্যবহার করা হচ্ছে। সতর্ক করার জন্য বাঁশের লাঠির মাথায় লালটেপ জড়িয়ে কয়েক জায়গায় পুঁতে রাখা হয়েছে। তবে সড়কের কিছু অংশ ইটবালী মিশিয়ে ভরাট করলেও অন্য অংশে গর্ত রয়েই গেছে। রাতে সড়ক বাতি না থাকায় পুরো সড়ক অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকছে। বৃষ্টি আর কাদাঁ ও সড়কের দু’ধারের গর্তে কারনে এ সড়ক দিয়ে চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে গেছে। যে কোন মূহুর্তে দ্রুতগতির যানবাহন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গর্তে পড়ে

গিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। লোকনাথপুর বাজারের কয়েকজন ব্যবসায়ী বলেন, বড় বড় গর্ত খুঁড়ে রাখায় সড়ক পার হয়ে খদ্দের আসতে না পারায় তারা ক্ষতিগ্রস্হ হচ্ছে। তাছাড়া গর্তের কারনে আবাসিক এলাকার বাসিন্দারা অন্ধকারে নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারছেনা।

এছাড়া সড়ক সংস্কারের চলছে যথেষ্ট অনিয়ম। সড়কের ওপর হালকা পিচের প্রলেপ দিয়ে কাজ শেষ করা হয়েছে। রোলার দেয়ার পরও সড়ক রয়েছে উঁচুনিঁচু। মনেই হচ্ছে না সড়কটি সংস্কার করা হয়েছে। দায়সারা গোছের কাজের কারনে সংস্কারের মান নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

দর্শনা বাসস্ট্যান্ডের ব্যবসায়ী আব্দুর রহমান, আবু সাঈদ, একরামুল ও স্হানীয় বাসিন্দা মতিয়ার অভিন্ন ভাষায় বলেন, সড়ক সংস্কারে যথেষ্ট অনিয়ম হয়েছে। সড়কে সামান্য পিচের প্রলেপ দিয়ে কাজ শেষ করা হয়েছে। এ কাজে সরকারের টাকার তছরুপ করা ঠিক হয়নি। চোখের সামনে আমাদের দূর্নীতি দেখে সহ্য করতে হচ্ছে, যা কষ্টদায়ক।

চুয়াডাঙ্গা সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপ-সহকারী প্রকৌশলী কাজী আজিজুর রহমান বলেন, কাজটিতে শ্রমিক বাড়ীয়ে দ্রুত করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। রাতে চুয়াডাঙ্গায় ফেরার সময় তারও গাড়ী কাঁদায় আটকে গিয়েছিল বলে তিনি এ প্রতিবেদককে জানান।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মুহাম্মদ মঞ্জুরুল করিম জানান, কাজটিতে তদারকি বাড়াতে হবে। এখানে দায়সারা কাজের কোন সুযোগ নেই। এটা গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হবে।

আলমডাঙ্গা পৌরবাসীয় সাপ্লাই সুপেয় পানির উদ্বোধন

স্বল্প মূল্যে সারা বছর নিরবিচ্ছিন্ন সুপেয় পানি পাচ্ছে আলমডাঙ্গা পৌরবাসী। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় এক যোগে তিনটি পানির পাম্প উদ্বোধন করেন মেয়র হাসান কাদির গনু। দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর সুপেয় সাপ্লাই পানি পেয়ে খুশি এলাকাবাসী।

উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর সূত্রে জানাযায়, ১০ কোটি টাকা ব্যায়ে পাম্প বসানো, পাম্প হাউজ নির্মাণ, সংযোগ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের বরাদ্দকৃত অর্থের মাধ্যমে পৌর এলাকার ৪১ কিলোমিটার পাইপলাইন স্থাপন শেষ হয়। এছাড়াও প্রথম পর্যায়ে ৩ হাজার বাসিন্দাদের সাপ্লাই পানির আওতাধীন সংযোগ দিয়েছে পৌরকতৃপক্ষ।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে এক যোগে তিনটি পাম্প হাউজের উদ্বোধন করেন মেয়র হাসান কাদির গনু। এই সুপেয় পানি প্রথম পর্যায়ে ৮ টি ওয়ার্ডের বাসিন্দারা সুবিধা ভোগ করলেও পর্যায়ক্রমে বন্ডবিল ৯ নম্বর ওয়ার্ডের জনগণ পরবর্তীতে সুপেয় পানির আওতাধীন আসবে বলে জানান পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু। বসতবাড়িতে সুপেয় পানির সংযোগ লাইনে মিটার করা হয়েছে । পানির ব্যবহার অনুযায়ী অনলাইনের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করতে পারবে ভুক্তভোগীরা।

পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের গোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা আজিরণ বেগম বলেন, পৌরসভা স্থাপনের প্রায় ৩০ বছর পর সুপেয় পানি পাচ্ছি। বেলা ১২ টার দিকে হঠাৎ বাড়ির পাইপ দিয়ে পানি বের হচ্ছে।

৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আলি আজগার জানান, দুপুর থেকে সহজেই মিলছে সুপেয় পানি। গভীর নলকূপের পানি অনেকটা শীতল। সাপ্লাই পানি পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত।

পৌর মেয়র হাসান কাদির গনু জানান, পানি সরবরাহ চালুর কারণে পৌরবাসীদের ব্যক্তিগত মোটরে পানি তোলায় বিদ্যুৎ বিলের অতিরিক্ত খরচ কমে যাবে। অনলাইনের মাধ্যমে পানির বিল পরিশোধ করা যাবে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা শেখ ফরিদ আহমেদ, উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কর্মকর্তা হাবিবুল্লাহ, পৌর নির্বাহি কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, পৌর প্যানেল মেয়র মজিবুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্নসাধারণ সাধারণ সম্পাদক কাজি রবিউল হক, পৌর উপ-সহকারী প্রকৌশলী আসাদুজ্জামান, সিএ হাফিজুর রহমান, আওয়ামীলীগ নেতা হাজি ঠান্ডুর রহমান, কাউন্সিলর আলাল উদ্দিন,আশরাফুল ইসলাম বাবু, বাপ্পি হোসেন, জহুরুল ইসলাম স্বপন, আব্দুল গাফ্ফার প্রমূখ।

[redacted]

[redacted]

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স ড্রিলশেডে অনুষ্ঠিত হয়েছে জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা। ভালকাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ৮৪ জনকে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স ড্রিলশেডে পুলিশ সুপারের সভাপতিত্বে পুলিশ লাইন্সে গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটার সময় মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন উক্ত কল্যাণ সভায় অংশগ্রহণকারী সকল অফিসারদের কথা মনোযোগ সহকারে শোনেন। পূর্ববর্তী কল্যাণ সভায় উপস্থাপিত বিষয়ে সমাধানসহ সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করেন। চাহিদার প্রেক্ষিতে থানা ক্যাম্প ফাঁড়িতে দাপ্তরিক ব্যবহার্য জিনিস-পত্রাদি প্রদান করেন। চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশে কর্মরত অফিসার ফোর্সদের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করায় এবং দাপ্তরিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করায় ভালকাজের স্বীকৃতি স্বরূপ সর্বমোট ৮৪ জনকে পুলিশ সুপার ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান করেন।

উক্ত কল্যাণ সভায় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ)আবু তারেক , অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, সহকারী পুলিশ সুপার (শিক্ষানবিশ) এইচ এম গোলাম রাব্বি, মেডিকেল অফিসার পুলিশ হাসপাতাল চুয়াডাঙ্গা হুমায়রা আক্তার, মোঃ আলমগীর কবীর, ডিআইও-১, জেলা বিশেষ শাখা, সকল অফিসার ইনচার্জগন, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, আরআই, আরওআই, টিআই (প্রশাসন), সকল ক্যাম্প ইনচার্জসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সকল পর্যায়ের অফিসার ও ফোর্সবৃন্দ।

[redacted]

[redacted]